ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

Professional Service for Women & Children

নারী ও শিশুদের জন্য পেশাগত সেবা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশ পুলিশের নবধারার সূচনা করবে। এ শুভক্ষণে সকল পুলিশ সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী প্রগতি ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীকে যুক্ত করতে হবে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায়। সরকার নারী ও শিশুর উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার গৃহীত এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও আমাদের নারী-শিশুরা প্রায়শই নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হচ্ছে। তাদের সেবায় এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ পুলিশ, স্থাপন করেছে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আমাদের পুলিশ সদস্যদের অবদান আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এ স্বীকৃতির পেছনে রয়েছে তাঁদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা। জাতির জনকের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে পুলিশ বাহিনীর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)

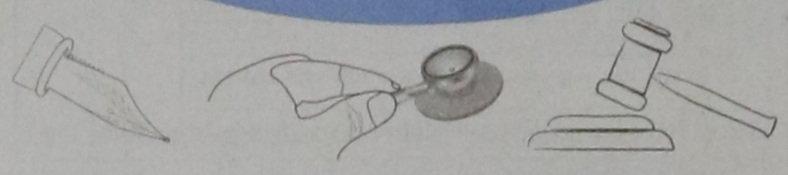

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

মুমিনুন্নেছা শিখা, ভিকটিম সাপোর্ট স্পেশালিস্ট, পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম

ভূমিকা:
আমাদের পরিবারে ও সমাজে অসংখ্য নারী ও শিশু প্রতিদিন পাচার, এসিডদগ্ধ, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালে ১৫,২৪৬টি নারী ও শিশুসংক্রান্ত মামলা রেকর্ড হয়েছে, যা মোট মামলার শতকরা ৯.৫৬ ভাগ । এর মধ্যে ৩,৪৬২টি ধর্ষণ, ১২৪টি এসিড নিক্ষেপ, ৪০৬টি গুরুতর আহত ও ১০,২৯২টি অন্যান্যভাবে আক্রান্ত মামলা রেকর্ড হয়েছে। ২০০৮ সালে পাচারের মামলা হয়েছে ১৪৫টি, যার মধ্যে ভিকটিমের সংখ্যা ৩০৯ জন। বেসরকারি সংগঠন এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০৮ সাল পর্যন্ত ১,৪০৫ জন নারী এবং ৭১৪ জন শিশু এসিড-সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে।
এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে প্রতিদিন কতজন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়, এর সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়াবহতা, কষ্ট, যন্ত্রণা বা ক্ষতি পরিমাপ করা কখনোই সম্ভব নয়। আমরা বাইরে থেকে যে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি দেখতে পাই, এটাই প্রকৃত চিত্র নয়। এর পরিণাম এতটাই ভয়াবহ যে, অনেকেরই বাধাগ্রস্ত হয় স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা, কেউবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সমাজ থেকে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে কেউ কেউ, আবার কারও ক্ষেত্রে সর্বশেষ পরিণতি হয় করুণ মৃত্যু। সময়োপযোগী ও পেশাগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর এ জন্য পুলিশ, ডাক্তার, বিচারক, আইনজীবী, কাউন্সিলর , সমাজকর্মীসহ সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান আবশ্যক।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের উদ্দেশ্য হলো:
১। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা দূর করে নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধ রিপোর্টিং-এর সুযোগ নিশ্চিত করা।
২। ভিকটিমকে সময়োপযোগী এবং পেশাগত সেবা প্রদান করা।
৩। ভিকটিমের সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করা।
৪। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ভিকটিমের সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা।
৫। ভিকটিমকে বারবার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা।
৬। নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত অপরাধের তথ্য সংরক্ষণ করা এবং অপরাধ নিবারণের জন্য কার্যকরী নীতি তৈরি করা।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে যেসব সেবা পাওয়া যাবে:
বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ তেজগাঁও থানা-সংলগ্ন একটি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু করেছে, যেখানে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সেবাপ্রত্যাশীগণ সেবা গ্রহণ করতে পারবে। নারী ও শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত নারী পুলিশ কর্তৃক কেন্দ্রটি পরিচালিত হবে। এ ছাড়া ভিকটিমকে পেশাগত ও সমন্বিতভাবে সেবা প্রদানের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দশটি এনজিওকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ভিকটিমের চাহিদা অনুসারে তাৎক্ষণিক আইনি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সহায়তাসহ দীর্ঘমেয়াদি সেবার দ্বার উন্মুক্ত হবে, যা ভিকটিমের অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। যদিও বাংলাদেশ পুলিশ দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা গ্রহণের জন্য থানা থেকে এনজিওসমূহে রেফার করে আসছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের পেশাগত ও সমন্বিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে, যা পুলিশের তদন্ত কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে নারী ও শিশুদের জন্য যে ধরনের সেবা দেয়া হবে তা হলো:
১। ভিকটিমকে সাদরে ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করা।
২। নির্যাতিত নারী ও শিশুদের তথ্য প্রদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৩। ভিকটিমের কথা মনোযোগসহকারে শোনা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণে সহায়তা করা।
৪। ভিকটিমের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা।
৫। এফ.আই.আর. (FIR) করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।
৬। আইনগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভিকটিমকে অবহিত করা।
৭। জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং প্রয়োজনে ভিকটিমকে সাথে নিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে যাওয়া।
৮। তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে ভিকটিমকে অবহিত করা।
৯। ভিকটিমকে প্রয়োজনে ফোনে তথ্য দিয়ে সহায়তা করা।
১০। মনোসামাজিক কাউন্সিলিং প্রদান করা।
১১। দীর্ঘমেয়াদি (শেল্টার, লিগ্যাল এইড, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা, পরিবারে একত্রীকরণ) সহায়তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় রেফার করা।
১২। বারবার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা।
১৩। সর্বোচ্চ পাঁচ দিন পর্যন্ত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে অবস্থান করে সেবা গ্রহণ করা।

সহযোগী সংস্থাসমূহ:
১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র
২. এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট
৩. এসোসিয়েশন ফর কারেকশন এন্ড সোস্যাল রেক্রেমেশন
৪. অপরাজেয় বাংলাদেশ
৫. এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন
৬. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
৭. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৮. বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
৯. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
১০. মেরী স্টোপস্

উপসংহার: ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এমন একটি সেবা কেন্দ্র হবে, যেখানে পুলিশ এবং এনজিও একত্রে কাজ করবে। এর ফলে ভিকটিমদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবার মান উন্নত হবে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে কার্যক্রমকে প্রকৃত অর্থে সেবাধর্মী করার জন্য স্টিয়ারিং কমিটি মনিটর করবে, যেখানে সদস্য হিসাবে পুলিশ এবং এনজিও সদস্যবৃন্দ আছেন। এর ফলে সেবাপ্রত্যাশী নারী ও শিশু বয়স-ধর্ম-গোত্র-নির্বিশেষে সময়োপযোগী এবং পেশাগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

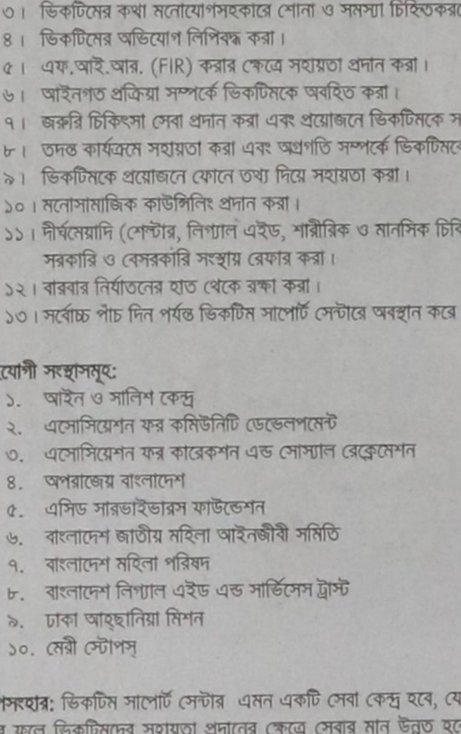

সহযোগী সংগঠনসমূহ ঃ

ACD
Acid Survivors Foundation
BNWLA
Aparajeyo

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ নির্যাতিত নারী-শিশুর সহায়তায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

শোষণমুক্ত, বঞ্চনাহীন একটি সমাজ গঠন ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' স্বাধীন করার জন্য ৩০ লাখ লোক শহীদ হয়েছেন। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও সবার জন্য একটি নিরাপদ সমাজ গঠনে আমাদের যেতে হবে অনেক দূর। এখনো আমাদের নারী-শিশুরা নানা নির্যাতনের শিকার হয়। পুলিশ বাহিনী এই নির্যাতিত নারী ও শিশুকে আইনি সহায়তা দিয়ে আসছে। তবুও কখনো কখনো তাদের চাহিদানুযায়ী সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। ভিকটিমকে পুলিশ ও এনজিওর সমন্বিত সেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এবার স্থাপিত হলো ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার। এর ফলে উন্মুক্ত হলো সেবাপ্রাপ্তির নতুন দ্বার। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

একটি দক্ষ ও পেশাদার পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বমহলে অনুভূত হচ্ছে। আমরা পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসেবে দেখতে চাই। বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকার আন্তরিক। অনেক প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের পুলিশ বাহিনীর রয়েছে অনেক অর্জন। অর্জনের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে পুলিশকে আরও সচেষ্ট হতে হবে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে ভিকটিমের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে বলে আমি আশা করি।

(তানজিম আহমদ)

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমাদের সমাজে প্রতিদিনই নারী-শিশু কোনো না কোনো বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। নিজ গৃহ থেকেই শুরু হয় এসব বঞ্চনার। নির্যাতিতাকে মুখ বুজেই সহ্য করতে হয় এসব। অনেক সময় তাঁরা খুঁজে পান না সহায়তার পথও। ফলে তাঁরা বোঝা হয়ে দাঁড়ান পরিবারের কাছে। মুখ ফিরিয়ে নেয় সমাজও। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এ ধরনের ভিকটিমের পাশেই দাঁড়াবে। বাড়িয়ে দেবে বন্ধুর হাত। ভিকটিম পাবে পথের দিশা।

আমাদের পুলিশ বাহিনীকে কাজ করতে হয় নানা সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে। তবুও এ বাহিনীর রয়েছে অনেক সাফল্য। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারক্ষা, জঙ্গিবাদ দমন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শান্তিরক্ষায় পুলিশের ভূমিকা সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করেছে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপনের মধ্য দিয়ে পুলিশ বাহিনী আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

ভিকটিমের 'আলোকবর্তিকা' হয়েই ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ সেন্টারের সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ আবদুল করিম)

ইনস্পেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ এবং পিআরপির যৌথ উদ্যোগে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। নবযাত্রার এই শুভলগ্নে উদ্যোক্তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের সমাজে নারী ও শিশুর পথচলা আজও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। পাচার, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ নানা নির্যাতন তাদের নিত্যসঙ্গী। পরিবারেও তাদের নানা বঞ্চনার শিকার হতে হয়। এ ধরনের নির্যাতনের ভয়াবহতায় সৃষ্ট ভিকটিমের শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক যন্ত্রণা অপরিমেয়। নির্যাতনের নির্মমতায় অনেক ভিকটিমই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ সময়মতো যথাযথ পেশাগত সেবা নিশ্চিত করতে পারলে ভিকটিমকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, সংঘটিত অপরাধ উদ্ঘাটন ও অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজন নারী ও শিশুবান্ধব পরিবেশ। এই উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশ পুলিশ প্রশিক্ষিত নারী পুলিশ দিয়ে চালু করল ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার। নারী নির্যাতন, এসিডদগ্ধ, পারিবারিক নির্যাতনসহ নানাবিধ অপরাধ উদ্ঘাটনে ভিকটিমের কাছে নারী পুলিশের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। তা ছাড়া, ভিকটিমের আত্মবিশ্বাস ফেরাতে নারী পুলিশের বিকল্প নেই। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনার ক্ষেত্রে এনজিওর সম্পৃক্তি ভিকটিমের সেবাপ্রাপ্তির পথ আরও সুগম করবে। বর্তমান পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে 'একলা চলা'র সুযোগ নেই। সবাই মিলে একযোগে নারী-শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধ, তাদের নিরাপত্তাবিধান, সর্বোপরি সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়াসী হওয়া আজ সময়ের দাবি।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে সর্বাত্মকভাবে ব্রতী হবে—এ প্রত্যাশা আমাদের সবার। আমি এই সেন্টারের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(নূর মোহাম্মদ)

অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ
ও
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি

বাণী

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি ও বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে অপরাধের শিকার নারী ও শিশুকে পেশাদার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ধর্ষণ, এসিডদগ্ধ, যৌন নিপীড়নসহ প্রতিনিয়ত নানা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আমাদের নারী ও শিশুদের অনেকে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। নির্যাতনের ভয়াবহতার কারণে ও লোকলজ্জার ভয়ে আত্মহননের মতো চরম পথও বেছে নিতে হয় অনেককে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পেশাগত ও সমন্বিত সেবা প্রদান প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে যাচ্ছে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নারী পুলিশ কর্তৃক কেন্দ্রটি পরিচালিত হবে। ভিকটিমকে সেবা প্রদানের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দশটি এনজিওকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ভিকটিমের চাহিদা অনুসারে তাৎক্ষণিক আইনি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সহায়তাসহ দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন ও সেবার দ্বার উন্মুক্ত হবে, যা ভিকটিমের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার আশাহত ভিকটিম নারী-শিশুর আশ্রয় হয়ে উঠবে—এই প্রত্যাশা করি।

গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী নতুন-ধারার একটি জনবান্ধব পুলিশ সার্ভিস গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তাকারী সকল দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)

UNDP Bangladesh
Country Director
UNDP

Message

The inauguration of the first Bangladesh Police Victim Support Center is an important event. It is another milestone in the reform process and in the transition from a police force to a police service which supports all members of society, including the most vulnerable. The Center will provide access to justice in a more supportive environment and with a professional response from trained and experienced Police and NGO partners. This initiative will make a real difference to victim's well-being and human rights. Through effective service delivery and partnerships with NGOs, we hope that the Center will build trust in the Police and closer partnerships with civil society. The quality of investigations will also benefit through more sensitive interaction between the community and the police.

The United Nations Development Programme (UNDP) is very proud to assist the Bangladesh Police through the Police Reform Programme. UNDP is also grateful for the strong support of the United Kingdom Department for International Development and European Commission for backing this important initiative to improve access to justice, human rights and security in Bangladesh.

We congratulate the Government of Bangladesh and the Bangladesh Police for this initiative and we look forward to continuing our partnership on police reform.

(Stefan Priesner)

DFID

UNDP Bangladesh